بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম'আ

যখন মানুষ খোদার সাথে সাক্ষাত করতে চায়, তার সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিপটে রাখে এবং শিষ্টাচার, বিনয় এবং নম্রতা এবং গভীর নিমগ্নতার সাথে আল্লাহ্‌তা'লার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সেটিই সালাত হিসাবে গণ্য হয়

প্রকৃত অর্থে দোয়ার সারমর্ম সেটি যার মাধ্যমে খোদা এবং মানুষের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মাহদী — স্টার্সবার্গ, ফ্রান্স হতে প্রদত্ত ১১ অক্টোবর ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

[সূরা আত্ তাওবা ঃ১৮]

দীর্ঘদিন পর আল্লাহ্‌তা'লা আহমদীয়া জামা'ত ফ্রান্সকে এখানে আরো একটি মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য দান করেছেন। আমিযে আয়াতটি পাঠ করেছি, যা আপনারা এইমাত্র শুনেছেন, উক্ত আয়াতের অনুবাদ পড়ছি, **"আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ সে-ই আবাদ করে, যে আল্লাহ্‌তা'লা ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় আর আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব অচিরেই এমন লোকদেরকে সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।"**

আল্লাহ্‌তা'লা মসজিদ নির্মাণকারী এবং তা আবাদ বা রক্ষণাবেক্ষণকারীদের এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নকারী। অর্থাৎ এই কথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, সকল শক্তির উৎস একমাত্র খোদাতা'লার সত্তা। অতএব এই ঈমান লাভের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে বিনত হওয়া এবং তাঁর ইবাদত করা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সমীপে বিনয়ীদেরও ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করেন। এরপর পরকালের প্রতি বিশ্বাসকেও আল্লাহ্‌তা'লা মসজিদে আগমনকারীদের একটি বৈশিষ্ট্য বা শর্ত আখ্যা দিয়েছেন। কেননা পরকালের প্রতি বিশ্বাসই মানুষকে আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট করে, অর্থাৎ এমন ইবাদত যা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়। একথা বর্ণনা করতে গিয়ে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, পরকালে বিশ্বাসের নগদ-প্রাপ্তি হলো-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। আর প্রকৃত ভয় এবং খোদাভীতি ছাড়া সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হতে পারে না। তিনি বলেন, অতএব স্মরণ রাখ, পরকাল সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হওয়া ঈমানকে বিপদে নিক্ষেপ করে আর শুভ পরিণতি লাভের ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দেয়। অতএব প্রকৃত ইবাদতকারী এবং মসজিদ আবাদকারী হলো সেই ব্যক্তি, যার হৃদয়ে পরকাল সম্পর্কে কখনো সংশয় সৃষ্টি হয় না আর শুভ পরিণতির জন্য যে আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত থাকে। অতঃপর বলেন, মসজিদ তারাই আবাদ করতে পারে অথবা মসজিদ নির্মাণের লাভ তাদেরই হয় যারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী। অতঃপর যাকাত ও আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগের বিষয়টি রয়েছে। মসজিদ আবাদকারীদের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে তারা আল্লাহতা'লার ধর্ম প্রচারের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা করবেন এবং আল্লাহতা'লার বান্দার অধিকারও আদায় করবেন। এসব করা উচিত, যাতে আমাদের হৃদয়ে খোদা-ভীতি বৃদ্ধি পায় আর আমরা যেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে পূর্ণ সচেষ্ট হই। আল্লাহতা'লা বলেন, এসব কর্ম সম্পাদনকারীরাই আল্লাহর দৃষ্টিতে হেদায়াতপ্রাপ্ত বা হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক হিসাবে পরিগণীত হবেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, প্রত্যেক আহমদীর উচিত প্রথমে নিজেদের নামাযের খোঁজ নেয়া যে, নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়ার প্র তি তার মনোযোগ আছে কিনা; এরপর বাজামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কিনা। আমাদের মসজিদ হয়ে গেছে–এটাই তো যথেষ্ট নয়। জান্নাতে ঘর বানানোর জন্য কেবল মসজিদ বানিয়ে ফেলাই যথেষ্ট নয় বরং ঈমানের সাথে সৎকর্মেরও প্রয়োজন রয়েছে। খোদার নির্দেশ মেনে চলার আবশ্যকতা রয়েছে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর জামাতভুক্ত হওয়ার দাবি পুরণের প্রয়োজন রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন, এজন্য শুরুতেই আল্লাহতা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার শিক্ষা দিয়ে এমন একটি পুস্তক দিয়েছেন যাতে তাকওয়ার নসীহত বিদ্যমান। সুতরাং আমার জামাতের সদস্যদের উচিত, পার্থিব সকল উদ্বেগের চেয়ে অধিকতর এ উদ্বেগকে নিজের অন্তরে সৃষ্টি করা যে, তাদের মাঝে তাকওয়া রয়েছে কিনা। মানুষ কীভাবে বুঝবে যে, তার মাঝে তাকওয়া রয়েছে কিনা? এটা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, খোদার বাণী থেকে জানা যায় মুত্তাকী তারা –যারা নম্রতা এবং বিনয়ের সাথে চলে। তারা দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা বলেন না, অহংকার তাদের মাঝে একেবারেই থাকে না। তাদের কথাবার্তা এমন হয় যেভাবে ছোটরা বড়দের সাথে কথা বলে। আল্লাহতা'লা কারো দায়িত্ব নেন নি, তিনি খাঁটি তাকওয়া আকাঙ্খা করেন; যে-ই তাকওয়া অবলম্বন করবে, সে-ই উচ্চ মর্যাদা অর্জন করবে।" আমাদের নেতা ও মনীব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা-ই দেখুন, তিনি সর্বপ্রকার নোংরা আন্দোলনের মোকাবিলা করেছেন, বিভিন্ন ধরনের বিপদের সম্মুখিন হয়েছেন এবং কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু এসবের কোন পরোয়া করেন নি। এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার কারণেই আল্লাহ্তা'লা কৃপা করেছেন; এজন্যই তো আল্লাহ্তা'লা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(সূরা আহযাব: ৫৭)

অর্থাৎ ঃ **'আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর সকল ফেরেশতা রসূলের উপর দরূদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও এই নবীর উপর দরূদ প্রেরণ কর ও তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর।'** সুতরাং আমাদেরকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে, যদি দোয়া কবুল করাতে চাও তবে মহানবী (সাঃ)এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। আর দরূদশূণ্য দোয়া আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে না, তাতে মানুষ সফলতা অর্জন করতে পারে না। অতএব ইবাদতের মানোন্নয়নের জন্য এবং আল্লাহ্তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য দরূদ আবশ্যক। অতএব দরুদ প্রেরণকারী রসুল করীম (সাঃ)এর উত্তম আদর্শকে দৃষ্টিপটে রেখে যখন দরুদ প্রেরণ করে তখন তার দৃষ্টিও সেই আদর্শের উপর থাকে যা রসুল করীম (সাঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবস্থা এটি হলে তখন আল্লাহতা'লা ও তাঁর প্রিয় নবী ও তার প্রিয় বান্দাদের প্রতি আমাদের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করার কারণে আমাদের দোয়াসমুহকে কবুলিয়্যাতের মর্যাদা দান করেন । আর কেবলমাত্র তখনই আমরা আল্লাহতা'লার নৈকট্য লাভ করে সহিষ্ণুতা ও দীনতা প্রদর্শনকারী হয়ে সে সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি যারা তাকওয়ার পথে বিচরণকারী। এরাই সে-সকল লোক যারা কৃতকার্য এবং সফলতা লাভকারী।

পুনরায় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) নামাযের প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, পাঁচবেলার নামাযের মধ্যেও এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এবং ধ্যানধারণা থেকেমুক্ত না হবে, তা প্রকৃত নামায হবে না। নামাযকেবল মাটিতে মাথা মারা কিংবা প্রথাগতভাবে নামায পড়াকে বলে না। সেটিই নামায যা হৃদয়ে অনুভব-অনুভূতি সৃষ্টি করে, আত্মা বিগলিত হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে খোদার দরবারে লুটিয়ে পড়ার নামই হলো, নামায। সাধ্যানুযায়ী হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টির চেষ্টা এবং আকুতি মিনতির সাথে যাচনা করা উচিত যাতে অন্তরের সকল আমিত্ব ও পঙ্কিলতা দূর হয়ে যায়। এ ধরণের নামাযই কল্যাণজনক হয়ে থাকে । কেউ যদি এর উপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে, রাতে কিংবা দিনে একটি জ্যোতি তার হৃদয়ে এসে পড়বে এবং সে দেখবে তার অবাধ্য আত্মার দৌরাত্ম হ্রাস পেয়েছে। যে অবাধ্য আত্মা মানুষকে পাপের দিকে প্ররোচিত করে তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তাই প্রবৃত্তির ক্ষতিকর দিক এবং পাপকর্ম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্তা'লার কাছেই তাঁর কৃপা যাচনা করা উচিত। অতঃপর নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আঃ) বলেন, নামাযই ইবাদতের প্রাণ। এটি ছাড়া ইবাদতের দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। এ জন্য সর্বদা স্বরণ রাখা উচিত যে, নামায ছাড়া কিংবা আল্লাহ্তা'লার নির্দেশিত পন্থা ছাড়া যথাযথভাবে ইবাদত করা সম্ভব নয়। আর নামাযেরও কতিপয় আবশ্যকীয় দিক রয়েছে, কতিপয় শর্তাবলী রয়েছে, এগুলো পূর্ণ করাও জরুরি। নামাযে এ কথাও স্বরণ রাখা উচিত যে, আমি সশ্রদ্ধভাবে সাথে আল্লাহ্তা'লার সামনে দন্ডায়মান হয়েছি।

তিনি (আঃ) আরও বলেন, যখন মানুষ খোদার সাথে সাক্ষাত করতে চায়, তার সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিপটে রাখে এবং শিষ্টাচার, বিনয় এবং নম্রতা এবং গভীর নিমগ্নতার সাথে আল্লাহ্তা'লার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে তার সন্তু ষ্টি অন্বেষণ করে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির দোয়া করে না, বরং আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, আর সেটিই সালাত হিসাবে গণ্য হয়। প্রকৃত অর্থে দোয়ার সারমর্ম সেটি যার মাধ্যমে খোদা এবং মানুষের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। এই দোয়াই আল্লাহ্তা'লার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে আর মানুষকে

অযৌক্তিক বিষয়াদী থেকে দূরে রাখে। তিনি বলেন, **'সালাত'** শব্দটি প্রদাহ ও বিগলনের অর্থ দিয়ে থাকে। যেভাবে আগুন থেকে উত্তাপ সৃষ্টি হয় সেভাবেই দোয়ার মাঝে এমন একটি বিগলন সৃষ্টি হওয়া চাই। মৃতবৎ অবস্থায় যদি মানুষ পৌঁছে যায় তবেইএর নাম **'সালাত'** রাখা যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অতএব এটিই হল নামাযের প্রকৃত চিত্র, যা অর্জন করার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। অতপর এক স্থানে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, স্মরণ রেখো, যদি ঈমান আনার দাবি থেকে থাকে তাহলে নামায আদায় করাও আবশ্যক। তিন ওয়াক্ত বা চার ওয়াক্ত নামায আদায় করে এরপর ঈমানদার হওয়ার দাবি করা অর্থহীন; যেমনটি কতিপয় লোক করে থাকে, কেননা ঈমানের মূল হল নামায। আর যার মূলই নেই, তা এক অন্তঃসারশূন্য বৃক্ষের ন্যায়, যা সামান্য বাতাসেই ভূলুণ্ঠিত হবে। কতক নির্বোধ বলে থাকে যে, আমাদের নামায আল্লাহ্‌র কী কাজে লাগবে? তিনি বলেন, হে নির্বোধেরা ! খোদার কোন প্রয়োজন নেই একথা সত্য, কিন্তু তোমাদের তো প্রয়োজন রয়েছে। তোমাদের নামাযের প্রয়োজন রয়েছে যেন খোদাতা'লা তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন। খোদার কৃপাদৃষ্টির ফলে সকল বিশৃঙ্খল কাজ সুশৃঙ্খল হয়ে যায়। নামায অসংখ্য পাপ দূরীভূত করে এবং খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। পুণ্যের নিয়্যতে মসজিদে আগমণকারী এবং বসে নামাযের জন্য অপেক্ষমানদের সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষায় কেউ মসজিদে বসে থাকে, তাকে নামাযরত-ই গণ্য করা হয়। মসজিদে বসে থাকা এবং সেখানে যিকরে এলাহীরত অবস্থাকে নামাযরত অবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। আর ফেরেশতারা তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে থাকে এবং বলে, হে আল্লাহ! তার প্রতি কৃপা কর এবং তাকে ক্ষমা করে দাও, তার তওবা গ্রহণ কর।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সুতরাং (ভেবে দেখুন) এমন কৃপালু খোদার ইবাদত যথাযথভাবে করার জন্য আমাদেরকে কতটা সচেতনতার সাথে চেষ্টা করা উচিত এবং পাঁচ বেলা নামাযে মসজিদ আবাদ রাখার চেষ্টা করা উচিত! ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐক্য সৃষ্টি করা, এক জাতি বানানো– এই বিষয়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা হলো, সকল মানুষকে এক-দেহ এক-প্রাণতুল্য বানিয়ে দেয়া যার নাম হবে গণঐক্য। যার অধীনেএক বিশাল জনগোষ্ঠীএকদেহতে পরিগণিত হয়। অনেকে একসাথে মিলিত হয় আর সবাই মিলে একজন মানুষ হয়ে যায়। ধর্মের উদ্দেশ্যও এটি অর্থাৎ তসবিহ্ দানার ন্যায় এক মালায় সবার গ্রথিত হওয়া। এই যে বাজামাত নামায পড়া হয় তাও এই ঐক্যের জন্য, যাতে করে সব নামাযিদেরকে একটি সত্ত্বা হিসেবে গন্য করা যায়। আর পরস্পর একসাথে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়ার কারণ হলো, যার কাছে বেশী জ্যোতি আছে তা যেন অপর দূর্বল ব্যক্তির মাঝে সঞ্চারিত হয়ে তাকে শক্তি দান করে। এটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখার সূচনা আল্লাহ্‌তা'লা এভাবে করেছেন, প্রথমে এই নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক এলাকাবাসী পাঁচ ওয়াক্তের নামায পাড়ার মসজিদে বাজামাত আদায় করবে, যাতে করে নিজেদের মধ্যকার সদগুণেরপরস্পরের মাঝে বিনিময় ঘটে এবং সকল আলো জ্যোতি সম্মিলিত হয়ে দূর্বলতা দূর করে এবং একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে যেন পারস্পারিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এরপর দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, জুমুআর দিন জামে মসজিদে একত্রিত হয়ে যেন পরিচিতি ও ঐক্য দৃঢ় করে। এরপর বছরান্তে দু'ঈদে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, গ্রাম ও শহরের লোকজন একত্রে যেন নামায আদায় করে যাতে করে পরিচয় এবং ভালবাসা বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়।একইভাবে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য জীবনে এক দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে মক্কার প্রান্তরে সকলে সমবেত হবে; অর্থাৎ সামর্থবান ব্যক্তিরা যেন হজ্জে যোগদান করে। বস্তুতঃ এভাবে আল্লাহ্‌তা'লা চেয়েছেন যেন পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) স্থানীয় জামাতকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহতা'লা যেহেতু আপনাদেরকে একটি মসজিদ দিয়েছেন, তাই আপনাদের উচিত এই মসজিদে একত্রিত হয়ে সেই ঐক্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা। আল্লাহতায়ালার এই অশেষ কৃপা থেকে উপকৃত হয়ে এই মসজিদকে আবাদ রাখুন । অতএব, আল্লাহতায়ালার কৃপার এমন দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি এর মূল্যায়ণ না করি, তাহলে এটি আমাদের দূর্ভাগ্য। প্রত্যেক আহমদীর জন্য এটি গভীর চিন্তার বিষয়। আর এক বিশেষ সচেতনতার সাথে মাধ্যমে মসজিদ আবাদ করা প্রয়োজন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এক স্থানে বলেন ঃ **"হে যারা নিজেদেরকে আমার জামাতের সদস্য বলে মনে কর, তোমরা উর্দ্ধলোকে কেবলমাত্র তখনই আমার জামাতের সদস্য বলে গণ্য হবে যখন তোমরা প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতির পথ অবলম্বন করবে।"** অতএব নিজেদের পাঁচ বেলার নামায এতটা বিণয় ও ভীতির সাথে আদায় করো, যেন তোমরা আল্লাহতায়ালাকে স্বয়ং দেখতে পাচ্ছ। আর তোমাদের রোযাসমূহ আল্লাহতায়ালার জন্য সততার সাথে পূরণ

করো। প্রত্যেক পূণ্যকর্মের মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া। কর্মের এই মূল কখনই নষ্ট হবে না, সেই পূণ্য কর্ম কখনও বিনষ্ট হবেনা। তোমরা খোদাতা'লার শেষ জামা'ত, অতএব তোমরা এমন পূণ্যকাজ প্রদর্শন কর যা উৎকর্ষে চূড়ান্ত পর্যায়ের। তোমাদের মধ্যে যে-ই অলস হবে সে-ই নোংরা বস্তুর ন্যায় জামাতের বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সে অনুতাপ করে মরবে। সে খোদাতা'লার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। দেখ! আমি অতীব আনন্দের সাথে সংবাদ দিচ্ছি যে, তোমাদের খোদা প্রকৃতই বিদ্যমান আছেন। যদিও সব তারই সৃষ্ট। কিন্তু তিনি সেই ব্যক্তিকে বেছে নেন যে তাঁকে বেছে নেয়, তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে আসেন যে তাঁর কাছে যায়। যে তাকে সম্মান করে তিনিও তাকে সম্মানিত করেন।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর এই আবেগঘন কথাগুলো অনুধাবন করে ঈমানে উন্নতি করার সৌভাগ্য দান করুন। যথাযথভাবে ইবাদত করার সৌভাগ্য দান করুন। খোদাতা'লার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করার সৌভাগ্য দান করুন। আমরা যেন এ মসজিদকেও সর্বদা আবাদ রাখতে পারি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মসজিদের তথ্য উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, এই জায়গা সর্বসাকুল্যে ২৬৪০ বর্গ মিটার। এতে পূর্বেও ১৫ কক্ষ বিশিষ্ট একটি তিনতলা ভবন ছিল, একটি বড় হলও ছিল। এই মসজিদ নির্মাণে, আর্কিটেক্ট এক মিলিয়ন ইউরো ব্যয় হবে বলে ধারণা দিয়েছিল। মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ফ্রান্স এই ব্যয়ভার বহনকরার অঙ্গীকার করেছে এবং এ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় এই মসজিদ পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার ইউরোতে নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, এই মসজিদটির নির্মাণকাজতো শেষ হলো। এখন লাজনা ও আনসারদের আরেকটি মসজিদ বানানোর দায়িত নেয়া উচিত। তারা মিলে যেন এই দায়িত্ব নেয়। আগামী তিন বছরের মধ্যে লাজনা ও আনসারদের সম্মিলিতভাবে এখানে আরেকটি মসজিদ বানানো উচিত। এই মসজিদটিতে ২৫০ জন মুসল্লির নামায পড়ার স্থান এবং পঞ্চাশটি গাড়ি পার্কিং এর জায়গা রয়েছে, অফিসকক্ষ রয়েছে, লাজনাদেরও একটি অফিস রয়েছে, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য লাইব্রেরীও রয়েছে। অনুরুপভাবে পর্যাপ্ত গোসল খানা ইত্যাদিও রয়েছে। অনেক বড় ছাদঢাকা পার্কিং হলও রয়েছে। যদি কখনো ইমার্জেন্সি দেখা দেয়, সেখানেও ১২৫ জন লোকের সংকুলান হতে পারে। পূর্বে যেই বিল্ডিং ছিল সেখানে ১৫ টি কক্ষ রয়েছে। সেগুলো পুনঃসংস্কার করে ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে। এই মসজিদটি স্ট্রাসবার্গ শহর থেকে ১৫ কি.মি.দুরত্বে অবস্থিত। আর এটি তেমন কোন দুরত্ব নয় যে, নামাযীরা আসতে পারবে না বরং সহজেই আসতে পারবেন। মসজিদ এবং হলগুলোর ছাদঢাকা বা আচ্ছাদিত অংশ হচ্ছে তিনশত তিন বর্গমিটার। মুরুব্বি হাউজও রয়েছে যেখানে চার কক্ষ বিশিষ্ট গেস্ট হাউজও রয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক মিনারের অনুমতি পাওয়া যায়নি তবে মসজিদের ডান দিকে ৮মিটার উচ্চতার একটি ডোম রাখার অনুমতি রয়েছে আর সেটি খুবই সুন্দর দেখায়। মসজিদের ভিতরে মেহরাবও রয়েছে। আল্লাহতা'লা সার্বিকভাবে এটিকে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং সেসব খোদ্দামদের ধন ও জনসম্পদে বরকত দিন যারা এই মসজিদ নির্মানে কুরবানি করেছেন। আর মসজিদ নির্মানে আর্থিক কুরবানির পাশাপাশি মসজিদ আবাদ করার প্রেরণাও উপলব্ধি করার সৌভাগ্য আল্লাহতা'লা দান করুন। খোদ্দাম এবং জামাতের সকল সদস্যদের ইবাদতের মানও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক। আমীন।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
11 October 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org